তারিখ 25 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

সমকাল

সৃজনশীল পদ্ধতিতেও ৯২ শতাংশ শিক্ষার্থী গাইড বই নির্ভর

- সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝেন না ১৩ শতাংশ শিক্ষক
- ৪৭ শতাংশ নেন গাইড বইয়ের সহায়তা

■ জিলফুল মুরাদ

বেশ কয়েক বছর হলো সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করেছে। শিক্ষার্থীদের গাইড বই নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যেই মূলত এ পদ্ধতি চালু করা হয়। তবে এ পদ্ধতি শুরুর আগে সরকারি কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষকদের কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই বাজারের প্রচলিত সহায়ক (গাইড) বইয়ের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছেন। প্রাথমিকে ৯২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বাজারের গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে ৪৭ শতাংশ শিক্ষক পড়ানোর ক্ষেত্রে গাইড বইয়ের সহায়তা নেন। সম্প্রতি 'রিসার্চ ফর অ্যাডভান্স অব কমপ্লিট এডুকেশন' (রেস) পরিচালিত গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। আজ রাজধানীর দৃক গ্যালারিতে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করবে রেস।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান সমকালকে বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। রাতারাতি প্রশিক্ষণ শেষ করা সম্ভব নয়। গাইড বই প্রস্তুতিতেও শিক্ষকরা জড়িত রয়েছেন। সে বিষয়টি নজরদারিতে আনা হবে।

মন্ত্রণালয়ের সচিব হুমায়ুন খালিদ বলেন, সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কে বুঝতে হবে। নিজের জ্ঞানের উপযুক্ত প্রয়োগক্ষেত্র এটি। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে, ২০১৭ সাল পর্যন্ত চলবে। কয়েকজন শিক্ষককে নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা পরবর্তী সময়ে অন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

রেসের গবেষণা : রেসের গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, প্রাথমিকের ১৩ শতাংশ শিক্ষক নিজেই সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝেন না। শিক্ষকদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ সৃজনশীল পদ্ধতি বোঝেন এবং ৪২ শতাংশ অল্পবিস্তর বুঝতে পারেন। ৩৫ শতাংশ শিক্ষক সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে পড়ান এবং ১৮ শতাংশ নিজের ধ্যান-ধারণা থেকে পড়ান। ২৫ শতাংশ শিক্ষক মনে করেন, প্রাথমিক শিক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতি উপযোগী নয়; ২০ শতাংশ শিক্ষক মনে করেন, প্রচলিত পদ্ধতি আরও উন্নত করতে হবে। তবে ৫৫ শতাংশ শিক্ষক মনে করেন, সৃজনশীল পদ্ধতি কিছুটা কাজ করছে।

অন্যদিকে সৃজনশীল পদ্ধতিতেও ৬৭ শতাংশ শিক্ষার্থীকে গৃহশিক্ষকের সহায়তা নিতে হয়। শ্রেণীকক্ষের বাইরে এক-চতুর্থাংশ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্রই বুঝতে পারে না। এদের মধ্যে ৩ শতাংশ বাংলাকে কঠিন বিষয় বলে মনে করে, ৩৯ শতাংশ ইংরেজিকে কঠিন বলে মনে করে, ৩৩ শতাংশ মনে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

সৃজনশীল পদ্ধতিতেও ৯২ শতাংশ

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

করে গণিত সবচেয়ে কঠিন। আর ২৫ দশমিক ৬৫ শতাংশ গণিত ও ইংরেজি বিষয়কেই বেশি কঠিন হিসেবে ভাবে। জানতে চাইলে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী সমকালকে বলেন, সরকার পাঠ্যবই বিনামূল্যে দিলেও গাইড বই সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরও শিক্ষার্থীদের গাইড বই নির্ভর হওয়ায় বোঝা যায়, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কাজে আসছে না কিংবা শিক্ষকরা তাদের দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন। তা ছাড়া অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিজেই গাইড বই তৈরির সঙ্গে জড়িত। তারাই ছাত্রছাত্রীদের জোর করে গাইড বই কেনাচ্ছেন। এ বিষয়ে সরকার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে রেসের সভাপতি অধ্যাপক ড. শরিফ উদ্দিন বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি কার্যকর কি-না, তা পর্যবেক্ষণ করাই ছিল এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। সৃজনশীল পদ্ধতি করার অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীরা গাইড বইয়ের সাহায্য ছাড়াই পড়াশোনা করতে পারবে; যুগোপযোগী মেধার বিকাশ ঘটাবে। কিন্তু কোনো উপকরণ বা প্রস্তুতি ছাড়াই এটিকে শুধু একটি পদ্ধতি আকারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে এক কোটি ৬৪ লাখ শিশু (৬-১০) দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করছে। শিশুদের বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির হার ২০০৯ সালে ছিল ৯০ দশমিক ৮ শতাংশ। কিন্তু গত পাঁচ বছরে প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়েছে মাত্র ৫০ দশমিক ৭ শতাংশ। শিক্ষার মান কমা, সৃজনশীল পদ্ধতির কার্যকারিতা ফলপ্রসূ না হওয়া, শিক্ষা উপকরণের অপর্যাপ্ততাকেই মূল কারণ হিসেবে বিবেচনা করেছে রেস।

সুপারিশ : বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি কিছু সুপারিশ দিয়েছে। তা হলো– শিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া, প্রশ্নপত্র তুলনামূলক সহজ করা, ডিজিটাল উপকরণ যেমন– প্রজেক্টর, কম্পিউটার, ইন্টারনেটসহ প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করা, সমুদ্র উপকূলীয় ও পাহাড়ি অঞ্চল, বিচ্ছিন্ন জনপদ, সীমান্ত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান বাড়াতে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া।

গবেষণার জন্য সারাদেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণাটি প্রাথমিক উপাত্তের ওপর নির্ভর করে করা। প্রাথমিক তথ্যে সীমান্ত, হাওর, পার্বত্যাঞ্চল, জেলা শহর, প্রান্তিক জনপদের ১৫টি জেলার ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।